টাঙ্গাইল জেলা কারাগারের প্রিজন লিংক কার্যক্রম মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটু আই প্রকল্পের আওতায় কারা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রিজন লিংক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। গত ২৮/০৩/২০১৮ খ্রিঃ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ক্রমান্বয়ে দেশের সকল কারাগারে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। চালু হওয়ার পর থেকে ১০/১২/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫,৮৯২ (পাঁচহাজার আটশত বিরানব্বই) টি পরিবার এ সেবা গ্রহণ করেছেন। এ সেবা কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য প্রিজন লিংক প্রকল্পের কয়েকজন উপকারভোগীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে এ সব উপকারভোগীর সাক্ষাৎকারের বিবরণ তুলে ধরা হলো:-

(১) কয়েদি নং- ৩৫৬৯/এ, নাম: ফেরদৌস আলম, পিতা- মোঃ মফিজ উদ্দিন সরকার। তিনি আর্মি এ্যাক্ট -৫৫ মামলায় ০১ বছর সশ্রম দন্ডে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে গত ১৯/০৩/২০১৯ খ্রি: তারিখে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে আসেন। সংসারে তার বৃদ্ধ মা, বাবা, স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। তার গ্রামের বাড়ি জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার অন্তর্গত মধ্যেরচর গ্রামে অবস্থিত। প্রিজন লিংক প্রকল্প সম্পর্কে আলাপকালে জনাব ফেরদৌস আলম জানান যে, কারাভ্যন্তরে থেকে পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলার সুযোগ আছে-এটা তিনি আগে জানতেন না। এ সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তিনি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি জানান যে, তিনি গত ০৭/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে প্রিজন লিংকের মাধ্যমে তার পরিবারের সাথে কথা বলেছেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলতে পেরে তিনি খুব আনন্দিত হয়েছেন, ফোনে বাড়ির সকল আপনজন দের খোঁজ-খবর নিতে পেরেছেন। প্রিজন লিংক কর্মসূচি না থাকলে তার পরিবারে সদস্যবৃন্দকে তার সাথে দেখা করার জন্য জামালপুর জেলা থেকে টাঙ্গাইল জেলায় আসতে হতো। এতে অনেক অর্থ ব্যয় হতো, হয়রানির শিকার হতে হতো এবং সময়ও নষ্ট হতো। প্রিজনলিংক কর্মসূচির মাধ্যামে কারা বন্দিদের মধ্যে অনেক স্বস্তি এসেছে উক্ত বন্দি জানান।

(২) হাজতি নং-১০৪৫/১৯, আঃ হাকিম, পিতা- আঃ ছাত্তার। তিনি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(ক) এর ৮(খ) ও ১০(ক) ধারার মামলায় বিচারাধীন বন্দি হিসেবে গত ১৩/০২/২০১৯ খ্রি: তারিখে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে আসেন। সংসারে তার বৃদ্ধ মা, বাবা রয়েছে। তার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার অন্তর্গত আগ এলাসিন গ্রামে অবস্থিত। প্রিজন লিংক সম্পর্কে আঃ হাকিম জানান যে, এ প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি গত ০৯/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে তার পরিবারের সাথে কথা বলেছেন। এর মাধ্যমে তিনি খুব আনন্দিত হয়েছেন। নিকট আত্মীয় স্বজনের খোঁজ-খবর নিতে পেরেছেন এবং তার নিজের মামলার

অগ্রগতির খোঁজ-খবর নিয়েছেন। তার পাশাপাশি তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এ কর্মসূচির মাধ্যমে অনেক উপকৃত হয়েছেন। এ ধরণের কর্মসূচি অব্যাহত রাখার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

(৩) কয়েদি নং- ৩৯৮৭/এ, মধুসূধন, পিতা- দুর্জধন। তিনি মাদক মামলায় ০৫ বছরের সশ্রম দন্ড পেয়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে গত ০৬/০৮/২০১৯ খ্রি: তারিখে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে আসেন। সংসারে তার বৃদ্ধ মা, বাবা, স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। তার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার অন্তর্গত মহিষমারা দক্ষিণপাড়া গ্রামে অবস্থিত। তিনি জানান যে, তিনি গত ০৯/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে প্রিজন লিংকের মাধ্যমে তার পরিবারের সাথে কথা বলেছেন। ফলে জেলে থেকেও পরিবারের সকলের সাথে সুখ-দু:খ ভাগাভাগি করার সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছেন। এ জন্য তিনি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এর আগেও পরিবারের সদস্যরা জেলে তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। কিন্তু তখন তাদেরকে ভীষণ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে।

(৪) মহিলা হাজতি নং-৬১৬৮/১৮, রালিমা আক্তার শিখা, স্বামী-ফজলুর রহমান। তিনি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ১৯(১) ৯(খ)/২৫ মামলায় বিচারাধীন বন্দি হিসেবে গত ০৮/০৮/২০১৮ খ্রি: তারিখ টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে আসেন। সংসারে তার স্বামী, শ্বশুর-শাশুরীসহ সন্তান রয়েছে। তার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলার অন্তর্গত সোন্যা গ্রামে অবস্থিত। রালিমা আক্তার হাজতি বন্দি হিসেবে গত ০৬/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে প্রিজন লিংকের মাধ্যমে তার পরিবারের সাথে কথা বলেছেন। এতে তার মনটা অনেক হালকা হয়েছে বলে তিনি জানান। প্রিজন লিংক কর্মসূচি খুবই ভালো ০১টি উদ্যোগ বলে তিনি এর প্রশংসা করেন।

(৫) মহিলা হাজতি নং-৩০৬৫/১৮, রাজিয়া বেগম, স্বামী মৃত-শামীম। তিনি ৩০২/৩৪ ধারার মামলায় বিচারাধীন বন্দি হিসেবে গত ২৯/০৪/২০১৮ খ্রি: টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে আসেন। সংসারে তার ছেলে ও মা, বাবা রয়েছে। তার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার অন্তর্গত উত্তর বিল ডোগা গ্রামে অবস্থিত। রাজিয়া বেগম গত ০৬/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে কারাগারের ফোন থেকে তার ছেলের সাথে কথা বলেছেন। ছেলের সাথে কথা বলতে পারায় মনে এখন তিনি আনন্দ উপভোগ করছেন। তিনি এ কর্মসূচির দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

(৬) কয়েদি নং-৩৬৬৬/এ, গোলাপ আলী, পিতা- জোনাব আলী । তিনি ৩৯৫ ধারার মামলায় ১০ বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হয়ে গত ২৯/০৪/২০১৮ খ্রি: টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে আসেন। সংসারে তার স্ত্রী ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। তার গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়ীয়া উপজেলার অন্তর্গত হাতিসেট গ্রামে অবস্থিত। সাক্ষাৎকার গ্রহণ কালে গোলাপ আলী জানান যে, তিনি গত ০৮/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে প্রিজন লিংকের মাধ্যমে তার ছেলের সাথে কথা বলেছেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলতে পেরে তিনি খুব আনন্দিত হয়েছেন এবং বাড়ির লোকজনের মধ্যে এ বিষয়ে অনেকটা স্বস্তি এসেছে। প্রিজন লিংক প্রকল্প কারা অধিদপ্তরের অন্যতম একটি কল্যাণধর্মী প্রকল্প বলে তিনি মন্তব্য করেন।

(৭) হাজতি নং-৬৫৫২/১৯, নাম: সাব্বির আহম্মেদ বাবু, পিতা- আফাজ উদ্দিন। তিনি ৩২৮/৩৭৯ ধারা মামলায় বিচারাধীন বন্দি হিসেবে গত ২৬/০৯/২০১৯ খ্রি: তারিখে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে আসেন। সংসারে তার মা, বাবা, স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। তার গ্রামের বাড়ি ময়মমনসিংহ জেলার পাগলা উপজেলার অন্তর্গত যাত্রাসিদ্ধি গ্রামে অবস্থিত। তিনি জানান যে, তিনি গত ০৭/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে প্রিজন লিংকের মাধ্যমে তার পরিবারের সাথে কথা বলেছেন। পরিবারের লোকজন ভালো আছেন জেনে তিনি এখন আনন্দিত বোধ করছেন বলেও জানান।

(৮) হাজতি নং-৪৫৯৬/১৯, নাম: কালাম, পিতা- নূর মোহাম্মদ। তিনি ৩০২/৩৪ ধারা মামলায় বিচারাধীন বন্দি হয়ে গত ১৮/০৭/২০১৯ খ্রি: তারিখে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে আসেন। সংসারে তার মা, বাবা, স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। তার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার অন্তর্গত আগদিঘুলিয়া গ্রামে অবস্থিত। তিনি গত ০৫/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে প্রিজন লিংকের মাধ্যমে তার পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলেছেন। এর মাধ্যমে তিনি মামলার খোঁজ-খবর নেওয়ার পাশাপাশি পরিবারের খোঁজ-খবর নিতে পেরেছেন-যা আগে তার পক্ষে সম্ভব হতো না।

(৯) মহিলা হাজতি নং-৬২৯৭/১৯, মাহমুদা, স্বামী- আফজাল হোসেন। তিনি ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ ধারার মামলায় বিচারাধীন বন্দি হয়ে গত ১৮/০৩/২০১৯ খ্রি: তারিখে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে আসেন। সংসারে তার বৃদ্ধ মা, বাবা, ছেলে ও সন্তান রয়েছে। তার গ্রামের বাড়ি দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার অন্তর্গত পশ্চিম রামচন্দ্রপুর দেওয়ান পাড়া গ্রামে অবস্থিত। তিনি গত ০৭/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে প্রিজন লিংকের মাধ্যমে তার পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলেছেন। এতে পরিবারের

লোকজনও খুশি হয়েছেন এবং তারও খুব ভালো লাগছে। এ ধরণের সুযোগ পেলে তার আরও ভালো লাগবে বলেও তিনি জানান।

(১০) কয়েদি নং-৩১৬৮/এ, নাম: অনিল চৌহার, পিতা- সুদর্শন চৌহান। তিনি এন.আই.এ্যাক্ট এর ১৩৮ ধারার মামলায় বিনাশ্রম সাজাপ্রাপ্ত হয়ে গত ১১/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে আসেন। সংসারে তার বৃদ্ধ মা, বাবা, স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। তার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল সদর উপজেলার অন্তর্গত বেবিস্ট্যান্ড (কান্দাপাড়া) গ্রামে অবস্থিত। তিনি জানান যে, তিনি গত ০৪/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে প্রিজন লিংকের মাধ্যমে তার পরিবারের সাথে কথা বলেছেন। এ সুযোগ আগে ছিল না বলে প্রায়শ: তার মন খারাপ থাকতো। এখন প্রিজন লিংকের মাধ্যমে কথা বলতে পারায় তার খুব ভালো লাগছে বলে তিনি জানান। এ ধরণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

(১১) মহিলা হাজতি নং-৬৮৩৮/১৯, সূমী আক্তার, স্বামী- আঃ কাদের। তিনি ৩০২/২০১/৩৪ ধারার বিচারাধীন বন্দি হিসেবে কারাগারে আসেন। সংসারে তার বৃদ্ধ মা, বাবা মেয়ে রয়েছে। তার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার অন্তর্গত চানপুর গ্রামে অবস্থিত। তিনি জানান যে, প্রিজন লিংক চালু হাওয়ার আগে বাড়ির লোকজনের সাথে কথা বলা খুব কষ্ট সাধ্যের ছিল। প্রিজন লিংক কর্মসূচি এ কষ্ট অনেক লাঘব করে দিয়েছে। তিনি গত ০৬/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে প্রিজন লিংকের মাধ্যমে তার পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলেছেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলতে পেরে তিনি খুব আনন্দিত হয়েছেন।

(১২) হাজতি নং-২৪৭৪/১৯, হোসেন মিয়া, পিতা- আবুল হোসেন। তিনি দন্ড বিধির ৩৯২ ধারার মামলায় বিচারাধীন বন্দি হিসেবে হয়ে গত ১৬/০৪/২০১৯ খ্রি: তারিখে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে আসেন। সংসারে তার মা, বাবা, ভাই রয়েছে। তার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার টাঙ্গাইল সদর উপজেলার অন্তর্গত বীরপুশিয়া উত্তরপাড়া গ্রামে অবস্থিত। সাক্ষাৎকার গ্রহণ কালে জনাব হোসনে মিয়া জানান যে, কারাভ্যন্তরে থেকে পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলার সুযোগ আছে-এটা তিনি জানতেন না। এ সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তিনি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি জানান যে, তিনি গত ০৭/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে প্রিজন লিংকের মাধ্যমে তার পরিবারের সাথে কথা বলেছেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলতে পেরে তিনি খুব আনন্দিত হয়েছেন।

(১৩) হাজতি নং-৭৯৩২/১৯, আনোয়ার হোসেন হাদু, পিতা- শামছুল মিয়া। তিনি ৩৬(১)২৪(ক) মামলায় বিচারাধীণ বন্দি হয়ে গত ১৯/১১/২০১৯ খ্রি: তারিখে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে আসেন। সংসারে তার মা, বাবা, স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। তার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলার অন্তর্গত উত্তর বেতডোবা গ্রামে অবস্থিত। তিনি জানান যে, তিনি গত ০৮/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে প্রিজন লিংকের মাধ্যমে তার পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেছেন। পরিবারের সদস্যরা তার কথা শুনতে পেরে খুব আনন্দ পেয়েছেন এবং তিনিও এতে বেশ খুশি হয়েছেন। এ কর্মসূচির জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন।

(১৪) মহিলা হাজতি নং-৩৯৩৩/এ, ফারজানা ইসরাত লিমু, স্বামী- খোরশেদুল আলম রোমেল। তিনি এন.আই.এ্যাক্ট ১৩৮ মামলায় ০১ বছরের বিনাশ্রম দন্ডে দন্ডিত হয়ে গত ২০/০৭/২০১৯ খ্রি: তারিখে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে আসেন। সংসারে তার বৃদ্ধ মা, বাবা, স্বামী ও সন্তান রয়েছে। তার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার টাঙ্গাইল উপজেলার অন্তর্গত বাজিতপুর গ্রামে অবস্থিত। তিনি জানান যে, তিনি গত ০৬/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে প্রিজন লিংকের মাধ্যমে তার পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলেছেন। কারা কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগ অত্যন্ত কল্যাণধর্মী বলে তিনি মন্তব্য করেন।

উক্ত কারাবন্দিদের সাথে খোলামেলাভাবে কথা বলে প্রিজন লিংক কর্মসূচি সম্পর্কে একটি ইতিবাচক মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে। কারাগারসমূহকে বন্দিশালার পরিবর্তে সংশোধনাগারে রূপান্তর করার জন্য কারা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। প্রিজন লিংক কর্মসূচি এ সব পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রিজন লিংক কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য কারাগারেও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

২২/১২/২০১৯

প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
অতিরিক্ত সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়